বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ)

বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, হাউজ #৭/৭এ, ব্লক # এইচ ১, সেক্টর # ১৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

বিজ্ঞপ্তি নং -ফায়ার এ্যান্ড সেফটি/২১৫/২০২৫ তারিখ ঃ- ১৯ অক্টোবর, ২০২৫

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয় ঃ পোশাক শিল্প কারখানার অগ্নি দূর্ঘটনা রোধকল্পে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি ।

মহোদয়,

আপনারা অবগত আছেন যে, সম্প্রতি ঢাকার মিরপুরের একটি কেমিক্যাল গোডাউন ও লোকাল গার্মেন্টস কারখানায় সংঘটিত অগিকান্ডে বেশ কিছু শ্রমিক হতাহত হয় এবং এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত এলাকার বিজিএমইএ'র সদস্যভূক্ত কয়েকটি পোশাক কারখানা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয়। এর ঠিক একদিন পরেই চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকার বিদেশী মালিকানাধীন একটি কারখানা এবং সবশেষ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আমদানী কার্গো কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে। এ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় আমদানী কমপ্লেক্সের সমস্ত কার্গো আগুনে পুড়ে যায় এবং কয়েকশো গার্মেন্টস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কয়েক মিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছে। পাশপাশি উক্ত অগ্নিকান্ডের ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পসহ এদেশের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারী ও ক্রেতাগন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সকল অগ্নিকান্ডের ঘটনাগুলো কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয় বলে প্রতীয়মান হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতির কারণে এ সকল ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে। সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট অথবা অন্য কোন বৈদ্যুতিক ত্রুটি থেকে কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এছাড়াও কারখানার বয়লার, জেনারেটর, বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মেশিনারিজ এবং যন্ত্রাংশ অতিরিক্তি উত্তপ্ত হয়ে যে কোন সময়ে বড় ধরণের অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং এ মূহুর্তে বিজিএমইএ'র সদস্যভূক্ত সকল পোশাক শিল্প কারখানাসমূহের অগ্নি নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ আরো জোরদার করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। তাই সকল পোশাক শিল্প কারখানায় নিম্নে উল্লেখিত ব্যবস্থাদি জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ঃ

(০১) কারখানার সকল বৈদ্যুতিক তার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (মেইন সুইচবোর্ড, সাব-মেইনসুইচ বোর্ড, ডিষ্ট্রিবিউশন বোর্ড, জাংশন বোর্ড), কারখানায় ব্যবহৃত বয়লার ও বিভিন্ন ধরণের মেশিন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ একজন Engineer দ্বারা নিয়মিত পরীক্ষা করানো।

(০২) কারখানার সকল বৈদ্যুতিক চ্যানেলগুলো সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং কোথাও কোন ঝুট বা ময়লা জমিয়ে না রাখা। সকল মালামাল বৈদ্যুতিক স্থাপনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

(০৩) রাতে কারখানা বন্ধ করার পূর্বে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সকল মেশিনারিজ, লাইট, ফ্যান, আয়রণ ইত্যাদি বন্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ, বয়লার ইত্যাদি বন্ধ রাখা।

(০৪) বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ এবং তারসহ সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির তাপমাত্রা (Hotspot) নিয়মিত পরিমাপ করা।

(০৫) সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহের জন্য ব্যবহৃত লোড অনুযায়ী সঠিক মানের তার ব্যবহার করা, উপযুক্ত আর্থিং সংযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং মাসে অন্তত একবার সকল বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশন পরীক্ষা করা।

(০৬) অবিলম্বে কারখানায় দীর্ঘদিন ব্যবহৃত ক্ষতিগ্রস্থ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, সার্কিট ব্রেকার, ওয়্যারিং, ভাঙ্গা প্লাগ ও সকেট, পাওয়ার কর্ড ইত্যাদি পরিবর্তন করা।

(০৭) কারখানার সকল বৈদ্যুতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সার্টিফিকেটধারী দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান নিযুক্ত রাখা।

কেমিক্যালজনিত নিরাপত্তা ঃ

(০১) উপযুক্ত কমপ্লায়েন্স মেনে মূল কারখানা ভবন থেকে আলাদা ভবনে কেমিক্যাল সংরক্ষণ করা।

(০২) কোন অবস্থাতেই কারখানার ফ্লোরে ক্যামিকেল, প্লাষ্টিক বা অন্য কোন অতি দাহ্যবস্তু সংরক্ষণ না করা।

বয়লার জনিত নিরাপত্তা ঃ

(০১) কারখানায় সঠিক মানের বয়লার ব্যবহার করা।
(০২) বয়লারের গ্রেড অনুযায়ী যোগ্য ও প্রশিক্ষিত বয়লার অপারেটর দ্বারা বয়লার পরিচালনা করা।
(০৩) বয়লারের জন্য নির্ধারিত চাপে ও তাপে বয়লার পরিচালনা করা।
(০৪) পাম্পের নালি এবং লুজ কানেকশন নিয়মিত পরিদর্শন করা।
(০৫) সেফটি ভাল্বসমূহ নিয়মিত চেক করা।
(০৬) বয়লারে ব্যবহারের পূর্বে পানির লেভেল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
(০৭) বয়লারে পানি, গ্যাস, ষ্টিম এবং বায়ু লিক হয় কি না তা নিয়মিত পরিদর্শন করা।
(০৮) বয়লারের যে সমস্ত যন্ত্রাংশ উত্তপ্ত হয় সেগুলো সঠিক ইনসুলেশন করা আছে কিনা তা চেক করা।
(০৯) প্রেসার গজ নিয়মিত চেক করা।
(১০) বয়লার পরিচালকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
(১১) বয়লার থেকে যে কোন অস্বাভাবিক শব্দ হলে সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
(১২) প্রতি ৬ মাস অন্তর বয়লারের ফায়ার টিউব, ফায়ার চেম্বার এবং কমপ্রেশার অবশ্যই পরিষ্কার করা।

কারখানার সিঁড়ি ও চলাচলের পথ ঃ

(০১) কর্মকালীন সময়ে কারখানার সকল সিঁড়ির গেট খোলা রাখা ও চলাচলের পথ বাঁধামুক্ত রাখা।
(০২) কারখানার প্রতিটি সিঁড়ির গেটে Exit Sign ও জরুরী বাতি ব্যবহার করা।

অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ঃ

(০১) কারখানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যকরী অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখা
(০২) পর্যাপ্ত পানির আধার ও পাম্পসহ হাইড্রেন্ট/হোজরীল/স্প্রিংকলার (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) এর ব্যবস্থা রাখা
(০৩) ফায়ার এ্যালার্ম ডিটেকশন রাখা

প্রশিক্ষণ ও মহড়া ঃ

(০১) কারখানার সকল অগ্নি নির্বাপনী ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কারখানার নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক/কর্মচারীকে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা।
(০২) দূর্ঘটনায় যাতে পদদলিত হয়ে কোন শ্রমিক/কর্মচারী হতাহত না হয় সে জন্য কারখানায় নিয়মিত বহির্গমন মহড়া (Evacuation Drill) পরিচালনাপূর্বক রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঃ

(০১) কারখানার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বহিরাগতদের কারখানা পরিদর্শনের বিষয়ে আরো সতর্ক হওয়া এবং কারখানায় বিশেষভাবে যাচাই-বাছাই করে নতুন শ্রমিক/কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া ।
(০২) কারখানায় কর্মরত শ্রমিক/কর্মকর্তাদের কর্মকান্ড ও চলাচলে সন্দেহ হলে তাকে বিশেষ নজরে রাখা।
(০৩) কারখানায় অগ্নি দূর্ঘটনা সংঘটিত হলে সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুম (ঢাকা-০২-২২৩৩৫৫৫৫৫, চট্টগ্রাম-০২৩৩৩৩১৬৩২৬) এবং বিজিএমইএ'র "Fire Safety Cell" এর জরুরী নম্বর- ০১৯১৩-৫২৯৮৬৭- এ ফোন করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিন।

অগ্নি দূর্ঘটনা রোধে আপনাদের সকলের সচেতনতা একান্তভাবে কাম্য।

ধন্যবাদান্তে,

২৯/১০/১৫

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
ভারপ্রাপ্ত সচিব।